যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৩৮৬

১/ বিবিধ

আরবী

قلت: يا جبريل أيصلي ربك؟ قال: نعم، قلت: ما صلاته؟ قال: سبوح قدوس، سبقت رحمتي غضبي، سبقت رحمتي غضبي
موضوع بهذا التمام

رواه الطبراني في " الصغير " (ص 10) من طريق عمرو بن عثمان قال: حدثنا أبو مسلم قائد الأعمش، عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة مرفوعا. وقال
" لم يروه عن الأعمش إلا أبو مسلم
قلت: وهو متهم كما أشار إليه البخاري بقوله
" في حديثه نظر
وقال أبو داود
" عنده أحاديث موضوعة
وقال ابن حبان
" كثير الخطأ، فاحش الوهم، ينفرد عن الأعمش وغيره بما لا يتابع عليه
ثم تناقض ابن حبان فأورده في " الثقات "! وقال (7/147)
" يخطىء
واغتر بهذا الهيثمي فإنه قال في " المجمع " (10/213) بعد أن ساق الحديث
" رواه الطبراني في " الصغير " و" الأوسط " ورجاله وثقوا

كذا قال، وأبو مسلم هذا متفق على تضعيفه، بل اتهمه من ذكرنا من الأئمة
ولم يوثقه أحد غير ابن حبان في القول الآخر، والأول هو المعتمد لأنه جرح
ولموافقته لأقوال الأئمة
ثم إن عمرو بن عثمان الراوي عن أبي مسلم أورده في " اللسان " ولم يذكر فيه
جرحا ولا تعديلا، فمن أين جاء الهيثمي بتوثيقه إياه بقوله: " ورجاله وثقوا
لعله في " ثقات ابن حبان " أيضا
ثم رأيته فيه (8/484) ، وقال: " ربما خالف
وبالجملة فالحديث لا يصح بهذا السياق، وإنما صحت الجملة الأخيرة منه بلفظ
" لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه ـ فهو موضوع عنده ـ إن رحمتي
تغلب
(وفي لفظ: سبقت) غضبي
رواه البخاري (4/73، 8/176، 187) ومسلم (8/95) وغيرهما من طرق عن أبي
هريرة رضي الله عنه، ثم خرجته في " الصحيحة " (1629) وغيره
وإذا عرفت ضعف الحديث الشديد، يظهر لك ما في عمل السيوطي في " اللآلي
(1/22) حين أورد الحديث شاهدا لحديث مرسل بمعناه؛ أورده ابن الجوزي في
الموضوعات " وهو
" لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة قال له جبريل: رويدا
فإن ربك يصلي! قال: وهو يصلي؟ قال: نعم. قال: وما يقول؟ قال: يقول
سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبقت رحمتي غضبي

বাংলা

১৩৮৬। আমি বললামঃ হে জিবরীল! তোমার প্রতিপালক কি সালাত আদায় করেন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। আমি বললামঃ তার সালাত কিরূপ? তিনি বললেনঃ সুব্বুহুন কুদ্দুসুন, সাবাকাত রহমতী গাযাবী, সাবাকাত রহমতী গাযাবী।

হাদীসটি এভাবে বানোয়াট।

হাদীসটি ত্বারানী "আলমুজামুস সাগীর" গ্রন্থে (পৃঃ ১০) আমর ইবনু উসমান সূত্রে আবু মুসলিম কায়েদু আ'মাশ হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি আমর ইবনু মুররাহ হতে, তিনি আতা ইবনু আবী রাবাহ হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ত্বারানী বলেনঃ আবু মুসলিম ছাড়া আ'মাশ হতে অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী যেমনটি ইমাম বুখারী নিম্নের উক্তি দ্বারা সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেনঃ

তার হাদীসের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

আবু দাউদ বলেনঃ তার নিকট কতিপয় বানোয়াট হাদীস রয়েছে। ইবনু হিব্বান বলেনঃ তিনি বহু ভুলকারী। মারাত্মক সন্দেহ পোষণকারী। তিনি আ'মাশ প্রমুখ থেকে এককভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন অন্য কেউ যেগুলোর মুতাবা'য়াত করেননি। অতঃপর ইবনু হিব্বান দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে তাকে নির্ভরযোগ্য হিসেবে "আসসিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেনঃ (৭/১৪৭) তিনি ভুলকারী। হাফিয হায়সামী "আলমাজমা" গ্রন্থে (১০/২১৩) এর দ্বারা ধোকায় পড়ে হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেছেনঃ হাদীসটি ত্বারানী "আলমুজামুস সাগীর" এবং "আলআওসাত" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেনঃ হাদীসটির বর্ণনাকারীগণকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়া হয়েছে।

তিনি এরূপই বলেছেন, অথচ এ আবু মুসলিম দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। বরং তাকে ইমামগণ মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী সাব্যস্ত করেছেন যেমনটি উল্লেখ করেছি। একমাত্র ইবনু হিব্বান (তার দ্বিতীয় মতামত অনুসারে) তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তার প্রথম মতটিই সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য। কারণ, সেটিতে দোষ বর্ণনা করা হয়েছে এবং তা অন্যান্য ইমামগণের মতের সাথে মিলে গেছে।

এছাড়া আবু মুসলিম হতে বর্ণনাকারী আম্বর ইবনু উসমানকে হাফিয ইবনু হাজার "আললিসান" গ্রন্থে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি। অতএব হায়সামী যে বলেছেনঃ বর্ণনাকারীগণকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়া হয়েছে, তা কোথা হতে পেলেন?

মোটকথাঃ হাদীসটি এভাবে সহীহ নয়। শেষ বাক্যটি সহীহ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে তবে নিম্নলিখিত ভাষায়ঃ

لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه ـ فهو موضوع عنده ـ إن رحمتي تغلب (وفي لفظ: سبقت) غضبي

আল্লাহ্ তা'আলা যখন সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করলেন তখন তিনি তার কির্তাবে নিজের উপর লিখে দিলেন -যা তার নিকটে রাখা রয়েছে- আমার রহমত বিজয় লাভ করেছে (অন্য বর্ণনায় এসেছেঃ অগ্রাধিকার লাভ করেছে) আমার ক্রোধের উপর।

হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন সূত্রে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। আমি এটিকে "সিলসিলাহ্ সহীহাহ" গ্রন্থ (১৬২৯) সহ অন্যান্য গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72265

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন